দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকালে ট্রাক্টরসহ আটক ২, এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ভৈরব নদ সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন ও পরিবহনের দায়ে দুইজনকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের ভৈরব নদ ব্রীজসংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবাইদুর রহমান সাহেল।

অভিযানে ভৈরব নদের পার্শ্ববর্তী সরকারি খাস জমি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ট্রাক্টরযোগে পরিবহনকালে মাটিসহ দুইটি ট্রাক্টর হাতেনাতে আটক করা হয়। আটককৃত ট্রাক্টর দুটি উপজেলায় জব্দ আছে।

এসময় আটক ব্যক্তিরা হলো, উজিরপুর গ্রামের মহসিন আলীর ছেলে নয়ন
(২৯) এবং উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের কাশেম আলীর ছেলে ইকবল গাজী। তাদের দুইজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালত উভয়কে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২৩) এর ৪(খ), ৭(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পরে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়, পরিবেশ ও কৃষি জমি রক্ষায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে ৯০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ৯০ পিস ইয়াবাসহ সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র্যাব-১২)।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ধূষরপাড়া এলাকা থেকে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল তাকে আটক করে। আটক সাদ্দাম সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মৃত আলহামদু মিয়ার ছেলে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার আল মামুন চিশতী জানান, মাদক পাচারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধূষরপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় সাদ্দাম হোসেনের দেহ তল্লাশি করে ৯০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৭ হাজার টাকা।

তিনি আরও জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ দুই যুবক আটক

মেহেরপুর র্যাব ১২ ক্যাম্পের বিশেষ অভিযানে অস্ত্র ও গুলি সহ দুই যুবককে আটক করা হয়েছে । এ সময় তাদের কাছ থেকে বিদেশী দুটি পিস্তল, ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বাজুডাঙ্গা গ্রামে আল-সালেহ পাবলিক ওয়েলফেয়ার হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পিস্তল ও গুলি উদ্ধারসহ তাদের আটক করে র্যাব সদস্যরা। আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর

উপজেলার সিদ্দিক আলীর ছেলে সোহাগ হোসেন গিট্টু একই গ্রামের ভাঙ্গাপাড়া এলাকার দিদার মন্ডলের ছেলে মিশন ইসলাম।

র্যাবের পক্ষ থেকে জানায়, বিকালে র্যাবের একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দৌলতপুর এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় আটক গিট্টুর কাছ থেকে আমেরিকার তৈরী একটি বিদেশী পিস্তুল, তিন রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন উদ্ধার হয়। এছাড়া মিশন আলীর কাছ থেকে আফগানিস্তানের তৈরি একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, ২ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩-এর কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার আল মামুন চিশতী জানান, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র মজুদের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ১টি আমেরিকার তৈরি পিস্তল ও ১টি আফগানিস্তানের তৈরি রিভলবার সহ ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে। সোহাগ হোসেন গিট্টুর নামে হত্যা ও অপহরণ মামলাসহ ৪টি এবং মিশনের নামে একটি মারামারি মামলা রয়েছে।

আলমডাঙ্গা কেশবপুরের রানা শশুরবাড়িতে খুন-সন্দেহভাজন সাইফুল আটক

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের রানা তার শশুরবাড়ি মালিহাদ গ্রামে খুন হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন সাইফুল ইসলামকে মীরপুর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ’র

ছেলে রানা(৩৫) কে নিজ শশুরবাড়ি মালিহাদ গ্রামে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রানা বেশ কয়েক বছর থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামে আহসান আলীর কন্যাকে বিয়ে করে ঘর জামাই থাকেন। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

মঙ্গলবার রাতে দুর্বৃত্তরা তাকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। মরদেহ শ্বশুর বাড়ির অদূরে আলি হোসেনের বাড়ির পাশে পাওয়া যায়।

আলি হোসেনের বাড়ি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে দেখা গেছে, ইটের গাথুনী দেওয়া বাড়িতে এখনো মেঝে প্লাস্টার হয়নি। মেঝেতে বালু থাকায় বালির ওপর ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন দেখা গেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রানা ছেলে হিসেবে খুব ভালো ছিল। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যাবহার করতো।তবে রানা খুব ঋনগ্রস্থ ছিল।

মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও পরকীয়া প্রেমের জেরে রানা খুন হতে পারে বলে স্থানীয়দের দু একজন ধারণা করেছেন।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়ার মীরপুর থানা মৃতদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। এব্যাপারে আলি হোসেনের জামাই সাইফুল ইসলামকে মীরপুর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মৃত রানার স্ত্রী জানিয়েছেন যে, এশার আজানের পর সাইফুল ইসলাম রানা কে চায়ের দোকান থেকে ডেকে নিয়ে আলি হোসেনের বাড়িতে খুন করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

বাদ মাগরিব কেশবপুর গ্রামের জানাজা নামাজ শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ক্যাবলের তার চুরি সিন্ডিকেটের দুই সদস্য আটক

আলমডাঙ্গা শহরে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের নাম হয়ে ওঠা একটি চোর সিন্ডিকেটের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। বিশেষ অভিযানে শহরের আলোচিত চোর চক্রের সদস্য বিশ্বজিৎ অধিকারী ও সঞ্জয় কুমারকে আটক করা হয়।

গত শনিবার গভীর রাতে আলমডাঙ্গা পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো—পৌর এলাকার ক্যানেলপাড়ার প্রেমনন্দ অধিকারীর ছেলে বিশ্বজিৎ অধিকারী (২৪) এবং মাদ্রাসাপাড়ার শ্রী গনেশ কুমারের ছেলে সঞ্জয় কুমার (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারা দুজনই শহরের চিহ্নিত চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে সংঘবদ্ধভাবে শহরের বাসাবাড়ি, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা ও জানালা ভেঙে, টিন কেটে দুঃসাহসিক চুরি চালিয়ে আসছিল। তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একাধিক চুরি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বজিৎ অধিকারীর বিরুদ্ধে ৭টি এবং সঞ্জয় কুমারের বিরুদ্ধে ৮টি চুরি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। এর আগেও তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাঈলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা পৌর এলাকার আরও কয়েকজন চোর ও চোর সিন্ডিকেট সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চোর সিন্ডিকেটের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মুজিবনগরে যৌথ অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ কুখ্যাত সন্ত্রাসী মোঃ আরিফুল হক (৪১) ওরফে মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মহাজনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও গাংনী র্যাবের যৌথ অভিযানে মুজিবনগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর মিঠুর বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ৭.৬৫ মিমি পিস্তল (মেড ইন ইউএসএ), একটি ম্যাগাজিন এবং দুই রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারকৃত মিঠু চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ এর আগে ২০২৩ সালে তার গ্রেপ্তারের দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।

গ্রেপ্তারের পর উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ মিঠুকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গার জেহালায় সাবেক যুবলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে মো. সোহেল তিতুমীর (৪৫) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার ৭ নম্বর জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সোহেল তিতুমীর জেহালা বাবুপাড়া গ্রামের মো. সুজা উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ দু’জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জেলা ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার বারাদী বাজারে ট্রাফিক অভিযান পরিচালনা কালীন সময়ে বেলা ১১.৪০ টার দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া গ্রামের তাইজুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৮) ও সদর থানার খোকসা কদমতলা পাড়ার মরহুম মোতালেব মিয়ার ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের চৌকস ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বদেব ঘোষ এর নেতৃত্বে সার্জেন্ট মোজাফফর, সার্জেন্ট অথেলো রানা, সার্জেন্ট মামুন ও কনস্টেবল সাইফুল বারাদী বাজারে বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বিভিন্ন যানবাহনের উপর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উক্ত ব্যক্তিদের মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে তারা কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তাদের মোটরসাইকেল থেকে নামতে বললে মহিদুলের লুঙ্গির নিচে থাকা পলিথিনে মোড়ানো দুই কেজি একটি গাঁজার পুঁটলি মাটিতে পড়ে যায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাঁজা সরবরাহের কথা স্বীকার করলে তাদের আটক করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প হেফাজতে নেয়া হয়।

এসময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বার প্লেট বিহীন একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগরে ১৯৯ বোতল নেশাজাতীয় সিরাপসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনীর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শনিবার র্যাব-১২ সিপিসি-৩ গাংনীর অধিনায়কের নির্দেশনায় র্যাবের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের পুত্র মিনারুল ইসলাম (৫২) কে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল WINCEREX নেশাজাতীয় সিরাপ এবং একটি ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যান জব্দ করা হয়।

র্যাব সূত্রে জানা যায়, আটককৃত মিনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে।

এ ঘটনায় আটককৃতের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ৩৬(১) সারনির ১৪(গ)/৪১ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা

দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে ওয়ান শুটার গান ও গুলিসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলিসহ মোশারফ হোসেন (৩৬) নামে একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

শুক্রবার(১২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মোশারফ হোসেন ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, মোশারফ হোসেনের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী তার দোকান ও বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে একটি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান এবং দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও র্যাব-১২ এর সদস্যরা তাকে আটক করেন।

আটক মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।